মুজিবনগরে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির উদ্বোধন

মুজিবনগর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের রবি মৌসুমে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২১ নভেম্বর) দুপুর ২ টার সময় উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আয়োজনর উপজেলা পরিষদ চত্বরে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে কৃষি প্রণোদনার বীজ ও সার বিতরণের উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল মোমিন, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিব উদ্দিন, প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর (শের খান), প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়ার সাংবাদিক, কৃষি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং উপজেলা প্রান্তিক চাষিরা।

উপজেলা কৃষি অফিস সুত্রে জানাগেছে, ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে রবি মৌসুমে গম, ভুট্টা, সরিষা, পেঁয়াজ, হাইব্রিড ধান, মসুর বীজ, চাষে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় উপজেলার ৪ হাজার ৪৬০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে ২ হাজার ৬৬০ কেজি বীজ বিতরণ করা হবে।

এসব কৃষকদের মাঝে জন প্রতি ১-২ কেজি করে বীজ ও ১০ কেজি এমওপি এবং ১০ কেজি ডিএপি রাসায়নিক সার পর্যায়ক্রমে বিতরণ করা হবে।

আলমডাঙ্গায় কৃষি প্রণোদনায়

সরিষা চাষে ঝুঁকছে কৃষকেরা

আলমডাঙ্গা উপজেলার মাঠ এখন হলুদ রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে। প্রকৃতি তার অপরূপে সেজেছে গ্রামীণ জনপদের মাঠ। হলুদ সরিষার খেত গুলো যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমন ধান ওঠার পর হলদে খেতগুলোতে এখন মৌমাছির রাজত্ব। সেই ফুলে মুগ্ধ মৌমাছিরা গুঞ্জন তুলে ফুলে ফুলে পান করছে মধু। তবে হাসিমূখে আবাদি ফসল ঘরে তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে কৃষকেরা।

গত বছরের তুলনায় এবছর আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় সরিষা চাষে ভালো ফলন হয়েছে। কৃষকেরা খুশি থাকলেও বাজার দর নিয়ে কিছুটা শঙ্কিত রয়েছে। তারপরও ফসল ঘরে তোলার অপেক্ষায় রয়েছে গ্রামীণ জনপদের কৃষকেরা।

আলমডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, উপজেলার ১৫ টি ইউনিয়ন ও পৌরসভার বিভিন্ন মাঠে আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ও কৃষি বিভাগ প্রণোদনা দেওয়ায় এবার আবাদ বেশি হয়েছে। এবছর ২ হাজার ৪ শত ৭০ হেক্টর জমিতে সরিষা চাষের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। তবে ইতিমধ্যে এই লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে ৩ হাজার হেক্টর জমিতে সরিষা চাষ হয়েছে।

ডাউকি ইউনিয়নের মাজু ব্লক সুপারভাইজার রফিকুল ইসলাম জানান, এই অঞ্চলে ২ শত ৫৬ হেক্টর জমিতে সরিষা চাষ হয়েছে। সরকারিভাবে কৃষি প্রণোদনার মাধ্যমে সরিষা চাষ বেড়েছে। এবছর সরকারিভাবে বিঘা প্রতি জমিতে ১ কেজি সরিষা বীজের সাথে ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার প্রণোদনার মাধ্যমে দিয়েছে।
খাদেমপুর ইউনিয়নের বটিয়াপাড়া গ্রামের কৃষক আবুল হোসেন বলেন, উপজেলা কৃষি অধিদফতরের মাধ্যমে সরকারের পক্ষ থেকে তাঁদের সরিষার বীজ ও সার দেওয়া হয়েছে। এ কারণে এবার সরিষার ব্যাপক আবাদ হয়েছে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় সরিষা ফলন ভালো হয়েছে। সরিষা আবাদে কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা করেছে। কোনো সমস্যা হলে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শ নিচ্ছেন। কিছুদিনের মধ্যেই আবাদি সরিষা ঘরে তুলতে পারবো।

আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ রেহানা পারভিন জানান, সরকারের প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় এ বছর ১ হাজার ১শ ৫২ হেক্টর জমির কৃষকদের সার ও বীজ দেওয়া হয়েছে। ফলন ভালো পেতে তাঁরা

নিয়মিত কৃষকদের পরামর্শ দিচ্ছেন। তাঁরা এ বছর লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি সরিষা পাবেন বলে আশা করছেন।

মুজিবনগরে কৃষি প্রণোদনার আওতায় কৃষকদের মাঝে সার ও বীজ বিতরণের উদ্বোধন

মুজিবনগরে কৃষি প্রণোদনার আওতায় খরিপ-২/২০২৩-২০২৪ মৌসুমে রোপা আমন ধান ও গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণের উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ বুধবার সকালে উপজেলা কৃষি অফিস প্রাঙ্গনে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই সার ও বীজ বিতরণের উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মমিন, উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা মিজানুর রহমান সহ কৃষি অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

জরিপ-২/২০২৩-২০২৪ মৌসুমে উপজেলার ১ হাজার ২শত জন কৃষকের মাঝে ১০ কেজি করে ডিএপি ১০ কেজি এমওপি এবং ৫ কেজি রোপা আমন বীজ বিতরণ করা হবে।

এবং গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলার ১শত ৮০ জন কৃষকের মাঝে -১কেজি পেয়াজ বীজ ২০ কেজি ডিএপি সার ২০ কেজি এমওপি সার, ১৫০ বর্গমিটার- পলিথিন এবং ১০০ মিলি,: বালাইনাশক বিতরণ করা হবে।

ঝিনাইদহে প্রণোদনার কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকের পরিবর্তে সিন্ডিকেটের হাতে

বর্তমান সরকারকে বলা হয় কৃষি বান্ধব সরকার। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই খাদ্যে সয়ংসম্পুর্ণতা অর্জণের লক্ষ্যে কৃষিতে বেশি বরাদ্দ দিয়ে আসছে। নতুন নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে উৎপাদন বৃদ্ধি ও অনাবাদি জমি চাষের আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। সরকার ৩ হাজার ২০ কোটি টাকার প্রাক্কলিত বরাদ্দে ২০২১ সালের জুন থেকে শুরু করেছে সমন্বিত ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প। সরকার স্বচ্ছভাবে এই প্রকল্প পরিচালনার চেষ্টা করছে। কিন্তু ঝিনাইদহের চিত্র ভিন্ন। সমন্বিত ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পে ঝিনাইদহে ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্য পাওয়া গেছে।

ভর্তুকীর মাধম্যে কৃষকদের মধ্যে বিতরণকৃত পাওয়ার টিলার, সিডার, কম্বাইন্ড হারভেষ্টার, রাইস প্লান্টার বিতরণে ব্যাপক অনিয়ম ধরা পড়েছে, উঠে এসেছে সিন্ডিকেটের অর্থ বাণিজ্যের তথ্য। শোরুম মালিক, কৃষি কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এ সিন্ডকেট। কাজেই এই প্রকল্পের সুফল কৃষক পাচ্ছে না, নয়-ছয় করে পকেট ভরছে সিন্ডিকেটের সদস্যরা। ২০২১ সালের জুন থেকে শুরু হওয়া ৫ বছর মেয়াদি প্রকল্পে এপর্যন্ত ঝিনাইদহে ১০ কোটি টাকার বেশি প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রণোদনা কি কৃষক পেয়েছে? প্রকল্প শুরু হওয়ার পর থেকেই কৃষকদের আবেদনের মাধ্যমে প্রণোদনার তালিকা প্রস্তুত করার নিয়ম থাকলেও স্বজন প্রীতি ও ব্যক্তিগত লোক দিয়ে ভর্তুকীর কৃষি যন্ত্রপাতি উত্তোলন করে সেই গুলো বিক্রি করে টাকা আত্মসাৎ করছে সিন্ডিকেট। একটি পাওয়ার টিলার বাজারে ১ লাখ ৭০ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। একটি সিডার ৩০ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। অথচ প্রণোদনায় কৃষি সম্পসারণ অধিদপ্তরের অনুমোদিত কোম্পনির ডিলারদের কাছে পাওয়ার টিলার ও সিডারের প্যাকেজ আড়াই লাখের উপরে।

প্রণোদনায় প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি ৩ বছরের মধ্যে হস্তান্তর করা যাবে না এবং কৃষি বিভাগের তদারকিতে থাকবে এমন নিয়ম থাকলেও উপজেলা কৃষি অফিসে বিতরণের ফটোশুট করেই বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে এমন তথ্য

নতুনটা কিছু দিন আগে বিক্রি করে দিয়েছেন। তার ভাগ্নে কৃষি অফিসে চাকরি করে বলেও তিনি জানান। এর আগের অর্থ বছরে এই গ্রামের কংশো মন্ডলের ছেলে বিদ্যুৎ একটি পাওয়ার টিলার নেন প্রণোদনায়। তার পাওয়ার টিলারটি রয়েছে। তিনি জানান, নতুন করে যাদেরকে দেওয়া হয়েছে। তার একটিও কেও বাড়িতে আনেননি। সবাই ফটোশুট করেই বিক্রি করে দিয়েছেন। সরকারের সাথে টাকার যে অংশ তাদের দেওয়ার কথা, তা কেওই দেননি। সব কিছু শোরুম মালিক দিয়ে তুলে নিয়েছেন। এর বিনিময়ে ৪ থেকে ৬ হাজার করে টাকা দেওয়া হয়েছে যাদের নামে পাওয়ার টিলার বরাদ্দ এসেছে। এরকম অসংখ্য তথ্য মিলেছে সদর উপজেলার হরিশংকরপুর, ঘোড়শাল, সুরাট, পাগলাকানাই, সাগান্না, পোড়াহাটি, হলিধানী ও পৌর এলাকায়।কেউ হারভেস্টার নিয়েছেন, কেউ পাওয়ার টিলার বা রাইস প্লান্টার।

হরিণাকুণ্ডু ও শৈলকুপা উপজেলাতেও এমন অনিয়মের অসংখ্য তথ্য পাওয়া গেছে। কালীগঞ্জ ও মহেশপুরেও হয়েছে দুর্নীতি ও স্বজন প্রীতি। যাদের আগে থেকেই এই সমস্ত কৃষি যন্ত্রপাতি ছিল তাদেরকেই প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে। ফলে তারা নতুন একটি পেয়ে বিক্রি করে দিয়েছেন। সম্প্রতি ঝিনাইদহ জেলা শহরের কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার সংলগ্ন জিন্নাহ মার্কেটের কামালের মেশিনারিজ দোকানে আনপ্যাক্টড পাওয়ার টিলার বিক্রি করতে দেখা যায়। তারা খরিদ্দার অনুসন্ধান করছিল। ক্ষমতাসীন দলের লোক ক্রেতা হলে বিক্রির পরে ঝামেলা পোহাতে হবেনা তাই এমন খরিদ্দার খুজছিলেন তারা। তাদের দোকানে খোঁজ নিয়ে জানাযায় এগুলো সব প্রণোদনার পাওয়ার টিলার।

এদের মাধ্যমে জানাগেছে, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানরা ইচ্ছামত নাম দিয়ে প্রণোদনার এই যন্ত্রপাতিগুলোর তালিকা পাশ করিয়ে এনে এভাবে বিক্রি করে দেন। এতে করে শোরুম মালিক, কৃষি কর্মকর্তা ও উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান সবার লাভ থাকে। কিন্তু এতে করে সরকারের এই ভর্তুকীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে?

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জাহিদুল করিম জানান, প্রণোদনায় প্রাপ্ত কৃষি যন্ত্রপাতিগুলো ৩ বছরের আগে বিক্রি বা হস্তান্তর করতে পারবেন না। ঝিনাইদহে যন্ত্রের প্রকার ভেদে সরকার একেক রকমের প্রণোদনা দিচ্ছেন। একটি হারভেস্টারের সরকার বর্তমানে ১৪ থেকে সাড়ে ১৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ভুর্তকী দিচ্ছেন। সিডারে বর্তমানে ১ লাখ ৫৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ভর্তুকী দিচ্ছেন। শুধু পাওয়ার টিলারে ৫০ হাজার টাকা, পাওয়ার থ্রেসারে ৪৮ হাজার, রিপারে

চুয়াডাঙ্গার। ওগুলো ঝিনাইদহের নয়। জেলায় সব থেকে বেশি সাপ্লাই দেয় সেচ বিতান, তিনি নিজের টাকা দিয়ে কোন গ্রাহকের নামে যন্ত্রপাতি উত্তোলনের সাথে জড়িত নন বলে জানান।

ঝিনাইদহ জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল আলম জানান, আমরা প্রণোদনার পাওয়ার টিলারসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি বাজারে বিক্রি হচ্ছে এমন তথ্যের ভিত্তিতে জেলার বিভিন্ন জায়গায় তদন্ত করেছি। অনেকগুলো জায়গায় এর সত্যতা পেয়েছি। আমরা আরও তদন্ত করবো। এই বিষয়ে আমরা মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর কাছে জানাবো।

সমন্বিত ব্যবস্থার কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের পরিচালক তারিক মাহমুদুল ইসলাম জানান, সারাদেশে খুব সচ্ছভাবে এই প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। ঝিনাইদহে কিছু অনিয়মের তথ্য আমি শুনেছি। আমরা তদন্ত করবো। সত্যতা পেলে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

উল্লেখ্যঃ প্রকল্পটি গত ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে শুরু হয়েছে ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত চলবে। এই প্রকল্পের প্রাক্কলিত বরাদ্দ ৩ হাজার ২০ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৫ বছরে ১৫০০০টি কম্বাইন হারভেস্টার বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। হাওর ও উপকূলীয় এলাকা দুর্যোগ প্রবণ ও ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় এবং ৭০% ভর্তুকি থাকায় যন্ত্র ক্রয়ে আগ্রহ অনেক বেশি। সমতল এলাকায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিগণ পরিবারের সকলের সহযোগিতায় নিজেই চাষাবাদ করেন। প্রকল্পের মাধ্যমে ৬০০০টি রিপার বিতরণ করা যাবে। জেলার সচেতন মানুষ দাবি তুলেছেন সরকারি অর্থ সঠিক ভাবে প্রকৃত কৃষকদের উন্নয়নে কাজে লাগাতে হবে। ঝিনাইদহে সরকারি প্রণোদনার কৃষি যন্ত্রপাতি বরাদ্দ ও বিক্রির এই সিন্ডিকেট ভেঙে দিয়ে দোষীদের শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন তারা।

দামুড়হুদায় কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে

জরুরী সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলায় কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বেলা সাড়ে ১২টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সভাকক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন দামুহুদা উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান মনির। এ সময় তিনি বলেন উপজেলায় আউশধান রোপনের জন্য ৩৮শত জন কৃষকের মাঝে প্রণোদনা দেওয়া হবে। বিঘা প্রতি আউশের ব্রীধান-৪৮ জাতের বীজ ৫ কেজি, ডিএপি সার ১০ কেজি এবং এমওপি সার ১০ কেজি করে দেওয়া হবে।

আউশের মৌসুমে সকল ইট ভাটায় পতিত জমিতে যদি এই ধান উৎপাদন করা হয় তাহলে উপজেলায় আরো বেশি ধান উৎপাদন হবে। উপজেলায় পাট চাষীদের জন্য ৭ হজার ৬শত ৬০ জনকে বিঘা প্রতি ১ কেজি করে পাটের বীজ দেওয়া হবে। এই লক্ষ্যে প্রতিটা ইউনিয়ন পরিষদে তালিকা তৈরি হবে, ওই তালিকায় যেন প্রকৃত কৃষকদের নাম থাকে সে ব্যাপারে উপজেলার সহকারি কৃষি কর্মকর্তা এবং ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্যদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা বেগম, উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন অর রশিদ, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা সাইফুন নাহার, উপজেলা সিআইজি কৃষক সংগঠনের সভাপতি সামসুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি আরিফুল ইসলাম মিলন, বিএডিসি সভাপতি নজরুল ইসলাম, বিসিআইসি ডিলার সাইফুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, ইয়াসিন আলী, মনিরুল হক, হাবিব, আনোয়ার, রবিউল ইসলাম প্রমুখ।

কুষ্টিয়ায় কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ

কৃষি প্রণোদনার আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মধ্যে বিনামূল্যে আমন ধান(উফশি), গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ ও রাসয়নিক সার বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিস চত্বরে এসব বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে শুভ উদ্বোধন করেন মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ কামারুল আরেফিন।

এসময় তিনি বলেন, কৃষিবান্ধব সরকার ক্ষমতায় রয়েছে বলেই কৃষকদের এখন আর সার নিয়ে সমস্যা হয় না। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এলে দেশে কৃষিতে বিপ্লব ঘটে।

তিনি আরও বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কৃষিবান্ধব নীতি মেনেই সরকার কৃষি উন্নয়নে বিভিন্নখাতে ভর্তুকি দিচ্ছে। আর কৃষি খাতে ভর্তুকি দেয়ায় কৃষকরা কৃষি কাজে উদ্বুদ্ধ হয়েছে বলেই বাংলাদেশ আজ খাদ্য ঘাটতির দেশ থেকে খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশে পরিনত হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আব্দুল কাদের, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ আবুল কাশেম জোয়ার্দ্দার, মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার, মোঃ ইমরান বিন ইসলামসহ সংশ্লিষ্টরা।

মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, মিরপুর উপজেলাতে ১৬২০ জন কৃষক কে উফশী আমন ধান বীজ ও সার প্রদান করা হবে যেখানে প্রতিজন ৫ কেজি ধান বীজ, ১০ কেজি ডিএপি সার ও ১০ কেজি এমেপি সার প্রদান করা হবে। এছাড়া ৫০ জন কৃষক কে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ ও রাসয়নিক সার প্রদান করা হবে যেখানে প্রতিজন কৃষক ১ কেজি পেঁয়াজ বীজ, ২০ কেজি ডিএপি সার ও ২০ কেজি এমওপি সার প্রদান করা হবে।